

দুই রবের ইবাদত

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে



AHLUL HAQQ
publications

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

দুই রবের ইবাদত

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

সকল প্রসংশা আল্লাহর যিনি আরশের উপরে উঠেছেন, যার কোনো শরিক নেই।
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক যুদ্ধের নবী, হাসিমুখে কতলকারী, তরবারিসহ
প্রেরিত নবী মুহাম্মাদের উপর। অতঃপর...

আল্লাহ ﷻ তার কুরআনে (যা তাঁর বানী, সৃষ্টি নয়) বলেছেন, "আর আমি সৃষ্টি
করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত
করবে।"[আয-যারিয়াত:৫৬]

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই রবের 'ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে এবং
তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হও।"[আল-
বাকার:২১]

"আমরা শুধু আপনারই 'ইবাদাত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা
করি।"[আল-ফাতিহাহ:৫]

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো ও কোনো কিছুকে তাঁর শরীক কোরো
না।"[আন-নিসা:৩৬]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোনো
প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রবের নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম
হবে না।"[আল-মুমিনুন:১১৭]

"আর যদি আপনি তাদেরকে(অর্থাৎ মুশরিকদের, যারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য
মিথ্যা ইলাহের ইবাদত করে) জিজ্ঞেস করেন, 'আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি
করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।'"[লুকমান:২৫]

"আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ কোরো না; তিনিই তো একমাত্র
ইলাহ। কাজেই তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।'"[আন-নাহল:৫১]

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ বলেন, আমি শরিকদের থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমার সাথে অন্যকে শরিক করল—আমি তাকে ও তার শরিকযুক্ত আমল উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করি।”[মুসলিম:২৯৮৫]

এ বিষয়টি পরিষ্কার যে একই সাথে দুই রবের ইবাদত বাতিল, ভ্রষ্টতা এবং শিরক। আল্লাহ ﷻ'র পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত বৈধ নয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ'র ইবাদত করবে (অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, যিকর, দুআ) করবে পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত(এর প্রকার ধরণ নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা আসবে) করবে তাহলে তা কেবল বাতিলই নয় বরং উক্ত ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যাবে যা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী বানাবে। অর্থাৎ এককভাবে শুধু আল্লাহ ﷻ'রই ইবাদত করতে হবে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোটের বাস্তবতা:

প্রথমে আমাদের এটা জানা জরুরি যে বিধান দেওয়ার মালিক বা আইন প্রণয়নের অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা। হালাল-হারাম অর্থাৎ কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ তা নির্ধারণ করা, অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ ﷻ'র, তিনি এই ক্ষমতা কাউকে দেননি। এর প্রমাণাদি হলো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বানী, "বিধান দেওয়ার ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই"[সূরা ইউসুফ:৪০]

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

"তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না" [কাহফ:২৬]

"আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না/বিচার-
ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।" [মায়িদা:৪৪]

অতএব, যে কেউ আল্লাহ তায়ালার এই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবে অর্থাৎ আল্লাহ
ﷻ'র এই অধিকার নিজের জন্য সাব্যস্ত করবে অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ'র দেওয়া কোনো
হালাল/বৈধকে হারাম/অবৈধ ঘোষণা করবে বা হারামকে হালাল বা কোনো শাস্তির
বিধান (যেমন চোরের হাত কেটে দেওয়া, যিনাকারীকে বেত্রাঘাত অথবা রজম)
বাতিল করে নিজের মনমতো অথবা কোনো গোত্রীয় অথবা যেকোনো উৎস
থেকে প্রাপ্ত কোনো বিধান প্রয়োগ করবে সে ব্যক্তি আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের সাথে
অর্থাৎ বিধান প্রণয়নের যে ক্ষমতা তার সাথে শরিক করলো, এবং এই ব্যক্তিকে
বলা হবে 'ত্বগুত'। ত্বগুত হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ'র গুণ, ক্ষমতা ও
অধিকারসমূহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করে বা তাতে অংশীদারত্ব করে। অর্থাৎ ত্বগুত
হলো নিজেকে রবের আসনে আসীন করা সত্ত্বা, আর এই ত্বগুতকেই আল্লাহ
তায়লা অস্বীকার করতে বলেছে, যদি কেউ ত্বগুতকে পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান না
করে তাহলে সে মুমিন নয় যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন
করে। কারণ ত্বগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ইমান আনার প্রথম শর্ত। যেমন আল্লাহ ﷻ
বলেন, "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ
দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং ত্বগুতকে বর্জন করো।" [নাহল:৩৬]
"যে ত্বগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর
রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙবে না।" [বাকারা:২৫৬]

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

[ত্বগুত ও ত্বগুকে প্রত্যাখ্যান করা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের "দ্বীন ইসলামের মূলভিত্তি" পুস্তিকাটি পড়ুন।]

এখন, ভোট দেওয়ার বাস্তবতা হলো এর মাধ্যমে প্রতিনিধি বা সংসদ সদস্য নির্বাচন করা হয় যিনি দেশে আইন প্রণয়ন করবে, যা নাগরিকরা মেনে চলবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তারই, যেমনটা আমরা জানলাম কুরআন থেকে। তাই এই সংসদ সদস্য যারা আইন-কানুন প্রণয়ন করে তারা মানবরচিত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে মূলত আল্লাহর আসনে বসায়, নিজেদের বিধানদাতা ঘোষণা করে, হালাল-হারাম নির্ধারণ করে, তাই তারা হলো ত্বগুত এবং আল্লাহর সাথে শিরককারী মুশরিক। তারা আল্লাহর আইনকে প্রতিস্থাপন করে মানবরচিত আইন দিয়ে, আল্লাহর আইনকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। যেমন; মদ, সুদ, যিনা, গান-বাজনার মতো হারাম কাজগুলোকে হালাল করে দেয়, চোরের শাস্তি হাত কাটার বিধানকে অর্থদন্ড বা কারাদন্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে দেয়, সালাতের জন্য বাধ্য করার কোনো পদক্ষেপ নেয় না অথচ ইসলাম সালাতের জন্য বাধ্য করে, তেমনিভাবে যাকাতের ক্ষেত্রেও, ধর্মত্যাগের কোনো শাস্তি নেই বরং এটাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা হিসেবে গণ্য করে, জাতীয়তাবাদ নামক কুফরী মতবাদ দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন করে। এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। বস্তুত তারা যে সংবিধান প্রণয়ন করে তা কুরআন ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, তারা আল্লাহর অবাধ্যতা লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে।

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

এখন ভোট দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সেই ত্বগুতকেই বিধান প্রণয়নকারীরূপে গ্রহণ করে, বিধানদাতারূপে গ্রহণ করে যা সুস্পষ্ট শিরক। ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তারা মূলত একজন রব নির্বাচন করে যারা তাদের জন্য জীবন-বিধান দিয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের কি এমন শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধি-বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?" [শূরা:২১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?" [মায়িদা:৫০]

উক্ত আলোচনার সরল সারসংক্ষেপ হলো; বিধানদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ ﷻ, আর সংসদের এসব প্রার্থীরা হলো ত্বগুত যে আল্লাহর সাথে শিরক করে নিজেকে বিধানদাতারূপে বা রবরূপে উপস্থাপন করে, আর ভোটদাতারা তাদেরকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ ব্যাতিত অন্য একজন বিধানদাতা নির্বাচন করে। এটি কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই শিরক, যা একজন মানুষের ধর্মত্যাগের জন্য যথেষ্ট।

তুলনামূলক কম খারাপ বা ভালো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার যুক্তি:
এটি এমন এক হাস্যকর যুক্তি যা ন্যূনতম শিরক সম্পর্কে জ্ঞানবাহকের কাছেই এর অসারতা প্রকাশ করে দেয়। অন্য মিথ্যা উপাস্য ভালো হোক আর খারাপ তার

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

উপাসনা করলে আপনি মুশরিক হবেনই, এখানে ভালো-খারাপ কোনো প্রভাব ফেলে না।

তুলনামূলক কম খারাপ বা ভালো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ভুল কিয়াস সম্পর্কে শায়খ আহমাদ মুসা জিবরিল أسره الله বলেন, "যখন ভোটদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এসব গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রকৃত বাস্তবতা জানা হয়ে যায়—অর্থাৎ এর দ্বারা আপনি এমন এক ত্রুণ্ডী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করছেন যা আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য আইনপ্রণেতা নির্বাচন করে, যেন তারা আল্লাহর সেই বিধানকে অপসারণ ও চ্যালেঞ্জ করতে পারে যা তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিল করেছেন—যখন এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন এই শিরক ও কুফরে অংশগ্রহণের জন্য “মাসলাহা”(কল্যাণ) বা “দারুরাহ” (চরম প্রয়োজন)—এর কোনো অজুহাত আর অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষের তাওহীদ রক্ষার ওপর অগ্রাধিকার পায়—এমন কোনো মাসলাহা(কল্যাণ) নেই। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله তাঁর মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন:

أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يَقْطَعُ بَأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُبَيِّحْ مِنْهُ شَيْئًا لَا لِضَرُورَةٍ وَلَا لِعَيْزٍ ضَرُورَةٍ: كَالشِّرْكِ

“শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয় দুই প্রকার: প্রথম প্রকার—যা শরীয়ত কোনো অবস্থাতেই বৈধ করেনি, না চরম প্রয়োজনের কারণে, না অন্য কোনো কারণে; যেমন শিরক।” তাহলে কতই না নিবুদ্ধিতা—সবচেয়ে বড় মাসলাহাকে (কল্যাণকে) পরিত্যাগ করে সবচেয়ে বড় মাফসাদাহ (ক্ষতি) সংঘটিত করা! তাওহীদের চেয়ে মহান ও

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

ভারী কোনো মাসলাহা কি আছে? আর শিরক—যা সকল মাফসাদার মূল—তার চেয়ে বড় কোনো মাফসাদাহ কি রয়েছে?

তারা “দুই মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটটি বেছে নেওয়া” নীতিকে ভুলভাবে প্রয়োগ করে, এমন স্থানে যেখানে তা প্রয়োগযোগ্যই নয়; একই সঙ্গে তারা এর আবশ্যিক শর্তাবলি (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম মন্দটি বেছে নেওয়ার শর্ত) উপেক্ষা করে—যেমন ইকরাহ্ (জবরদস্তি)—এর অবস্থা। যখন কাউকে বাধ্য করা হয় দুইটি নিষিদ্ধ কাজের একটি করতে, তখনই কেবল অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকরটি বেছে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরা কম মন্দের অজুহাতে সেচ্ছায় শিরক করছে। এভাবেই তারা এই বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহর বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে।

মজার বিষয় হলো, তাদের তথাকথিত “দুটি মন্দের মধ্যে কম মন্দটি বেছে নেওয়া” দাবিতে তারা প্রকৃতপক্ষে বেছে নিয়েছে সবচেয়ে বড় মন্দ—সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দ—যার ওপরে আর কোনো মন্দ নেই; আর তা হলো শিরকে অংশগ্রহণ করা।

শিরকের মন্দ প্রতিহত করা সর্বদা যে কোনো কল্পিত লাভ বা মাসলাহার ওপর অগ্রাধিকার পায়। শায়খ সুলায়মান ইবনে সাহমান رحمه الله বলেছেন:

إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ التَّحَاكُمَ إِلَى الطَّاعُوتِ كُفْرٌ، فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْكُفْرَ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، قَالَ: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}، وَقَالَ: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}، وَالْفِتْنَةُ: هِيَ الْكُفْرُ؛ فَلَوْ اقْتَتَلْتَ الْبَادِيَّةَ وَالْحَاضِرَةَ حَتَّى يَذْهَبُوا، لَكَانَ أَهْوَنَ مِنْ أَنْ يَنْصَبُوا فِي الْأَرْضِ طَاعُوتًا يَحْكُمُ بِخِلَافِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ .

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

“যদি তুমি জানো যে ত্বগুত্তের কাছে বিচার চাওয়া কুফর, তবে জেনে রাখ—
আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, কুফর হত্যা অপেক্ষাও বড় অপরাধ। তিনি বলেন:
‘ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়’ এবং ‘ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর’; আর এই
ফিতনা হলো কুফর। তাই যদি শহর ও মরু অঞ্চলের লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ করে
সবাই ধ্বংস হয়ে যায়—তবুও তা অপেক্ষাকৃত হালকা হতো, এর চেয়ে যে তারা
জমিনে এমন এক ত্বগুত স্থাপন করবে, যে ইসলামি শরীয়াহ ব্যতীত অন্য আইন
দ্বারা শাসন করবে, যা আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ—এর ওপর নাযিল করেছেন।”
মুসলিমরা শি‘বে আবী তালিব নামক উপত্যকায় তিন বছর অবরুদ্ধ ছিলেন এবং
পরবর্তীতে হাবশায় হিজরত করেছিলেন—সবই এজন্য যে তারা তাদের
তাওহীদে কোনো আপস করেননি এবং কোনো কুফরে সম্মতি দেননি।
অতএব একমাত্র ওজর হলো প্রকৃত ইকরাহ্-الإكراه الملجئ-এমন বাধ্যবাধকতা যা
মানুষকে সম্পূর্ণভাবে অসহায় ও বিকল্পহীন করে ফেলে। ভোটের প্রসঙ্গে এর
ন্যূনতম মানদণ্ড হলো—কাউকে ব্যালটের কাছে নিয়ে গিয়ে মাথায় বন্দুক
ঠেকিয়ে হত্যা করার হুমকি দেওয়া, যদি সে ভোট না দেয়।
আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।”

এর সরল সারসংক্ষেপ হলো, দুটি মন্দের মধ্যে কম মন্দটি গ্রহণ করার নীতি
শিরকের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। যদি তাকে জোর করে
মৃত্যুভয় দেখিয়ে করতে বলা হয় তখনই কেবল তা বৈধ।
কিন্তু ভোটদাতাদের বাস্তবতা হলো তারা কোনো ধরনের জবরদস্তির শিকার না
হয়েই মহান আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হচ্ছে।

শরী'আহ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী দলকে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে:

প্রথমত, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে ভোট গ্রহণ করতে যেতে যেতেই ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়, কারণ এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমের পদে পদে কুফর রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ আদেশ করেননি যে নিজে কাফির হয়ে গিয়ে হলেও জমিনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করো। বরং আল্লাহ সবাইকে শিরকমুক্ত থাকতে বলেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীন শিরকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো পথ রাখেননি, যদি তাই হতো তাহলে রাসূল ﷺ এবং সাহাবারা رضي الله عنهم মক্কায় নির্যাতিত হতো না, শি'বে আবি তালিবে লতাপাতা খেয়ে থাকতে হতো না, রক্ত প্রবাহিত হতো না। পৃথিবীতে এমন কোনো নজীর নেই যেখানে গণতান্ত্রিক ত্বগুতি পদ্ধতির মাধ্যমে গিয়ে শরী'আহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং যারা এই আশা ও প্রতিশ্রুতি দেয় তারা ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু চায় না, যা তাদের বিভিন্ন সময়ে বক্তব্যের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। মূল কথা হলো আল্লাহ তায়ালা শিরকের মধ্যে কোনো কল্যাণ রাখেনি।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি শরী'আহ প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দেয় বা নেয়, তবুও তারা কাফির।

এ ব্যাপারে শায়খ নাসির আল-ফাহাদ فـكـ الله أسره কে করা হলে তিনি বলেন, "প্রশ্ন: ভোটের মাধ্যমে শরী'আহ প্রতিষ্ঠা করা বা শরী'আহ অনুযায়ী শাসন কায়েম

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

করার বিষয়টি কি এমন কোনো নাক্ফিদ (ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়) হিসেবে গণ্য হবে, যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়? যদি কেউ বলে: “আমি নিশ্চিতভাবে জানি, অথবা প্রবল ধারণা রাখি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শরী‘আহর পক্ষে ভোট দেবে”—তাহলে কী হবে?

উত্তর: হ্যাঁ (এটি ইমান ভঙ্গকারী বিষয়), আর এটিই হলো মানুষের শাসনব্যবস্থা, যাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা হয়। আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে এবং প্রত্যেক ত্বগুত থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। এমনকি যদি সে বলে যে সব মানুষই – কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় – শরী‘আহর পক্ষে ভোট দেবে— তবুও তা বাতিলই থাকবে। এটি আল্লাহর হুকুম নয়; বরং মানুষের হুকুম।

কারণ তারা শরী‘আহ দ্বারা ফয়সালা করেছে এজন্য নয় যে আল্লাহ তা ফরজ বা বিধিবদ্ধ করেছেন; বরং এজন্য যে মানুষ তা চেয়েছে। ফলে অন্য কেউ যদি অন্য কিছু চাইত, তবে সেটাই কার্যকর হতো।

এই বিষয়ে যারা নিজেদের ‘ইসলামি দল’-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, তাদের বিচ্যুতি অগণিত। এ ক্ষেত্রে আপনার জন্য যথেষ্ট হলো খাওয়ারিজদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো নিয়ে চিন্তা করা—কীভাবে তাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত বলে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কঠোরভাবে নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে—অথচ তাদের ইবাদত ছিল প্রচুর, তারা ইসলামের ও শরী‘আহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং তাদের নিয়তও ছিল ভালো। তাহলে এর কারণ কী?

দুই রবের ইবাদত; গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

কারণ তারা নিজেদের বিবেক থেকে একটি মানহাজ (পদ্ধতি) গ্রহণ করেছিল—
নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের মানহাজ নয়।

তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে, যাদের না আছে সেই পরিমাণ ইবাদত, না
আছে শরী'আহর প্রতি সেই উচ্চ মর্যাদাবোধ—যা খাওয়ারিজদের মধ্যেও ছিল?
তারা (যারা ভোটের মাধ্যমে শরী'আহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে) প্রায় প্রতিটি প্রকার
কুফরের মধ্যেই পতিত হয়েছে!

তাদের ভালো নিয়ত কি তাদের জন্য সুপারিশ করবে? এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘ
(শাইখ পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়ার সময় পাননি)।

আর সাহায্য কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া হয়।"

অতএব, শরী'আহ প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দেওয়া প্রতারকদের একটি প্রতারণা মাত্র,
শিরকের মধ্য দিয়ে গিয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হবে এরকম উদ্ভট ও অবাস্তব ধারণার
জন্মদাতা ও অনুসারী উভয়ই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। এদের জ্ঞানভান্ডারে শিরক,
কুফর, তাওহীদের জ্ঞান অনুপস্থিত।